জানাযা

<u>সানাঃ</u> সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুক

দরুদ শরীফঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা ওয়া সাল্লামতা ওয়া বারাক্তা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আল আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ

দোওয়াঃ আল্লাহুম্মাগফির লিহায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গাইবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহিয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্‌ইয়িহী আলাল ইসলামি ওমান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান

<u>কবরে মাটি দেওয়ার সময় পড়ার দোয়াঃ</u>

1. **মিনহা খালাক্বনাকুম** *(প্রথম মুঠো মাটি নিক্ষেপের সময়)*
2. **ওয়াফীহা নুঈদুকুম** *(দ্বীতিয় মুঠো মাটি নিক্ষেপের সময়)*
3. **ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম, তা-রতান উখরা** *(তৃতীয় মুঠো মাটি নিক্ষেপের সময়)*

পাক পবিত্রতা

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে ভালোবাসেন , তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ইবাদত সমূহ আদায় করার জন্য পবিত্রতা কে প্রাথমিক শর্ত হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেনঃ বিশেষত নামাজ আদায় ও কুরআন তেলাওয়াতে ইত্যাদি ব্যাপারে শুধু বাধ্যতা মুলক করেছেন তাই নয়, বরং অপবিত্রবস্থায় ঐ সকল ইবাদত কে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে- **নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি হল ফরজ এর মধ্যে একটাও বাদ গেলে ওযু বা গোসল হবেনা**

<u>*❊ গোসল ফরজ হওয়ার কারন সমূহ;*</u>

১. যে কোনো কারনে উত্তেজনা বশতঃ বীর্য নির্গত হলে, ২.স্বপ্ন দোষ হলে, ৩.স্বামী-স্ত্রী সহবাস করিলে - এই তিন অবস্থায় স্ত্রী- পুরুষের গোসল করা ফরজ ৪.স্ত্রী লোকেদের জন্য হায়েজ ও নেফাসের পরে গোসল করা ফরজ

গোসলের ফরজ সমুহঃ

<u>গোসলের ৩ টি ফরজ আছেঃ</u> ১.গড়গড়ার সহিত কুল্লি করা ২.নাকের নরম মাংস পর্যন্ত পানি পৌছানো ৩. সমস্ত শরীর উত্তম রুপে ধৌত

ওজুর ফরজ সমুহঃ

<u>অজুর ৪ টি ফরজ আছেঃ</u> ১. সম্পুর্ন মুখমন্ডল একবার ধোয়া ২. উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়া ৩. মাথার এক চতুর্থাংশ মশেহ করা ৪.উভয় পা টাখনু পর্যন্ত একবার ধোয়া

<u>*ফরজ সমুহের মধ্যে ১টাও বাদ পড়লে বা পশমের গোড়ায় পানি না পৌছালে অজু /গোসল হবেনা*</u>

মাসনুন দোওয়া সমুহ

❊**কোনো মুসলমান ভাইকে সালাম দেওয়ার সময় বলবেঃ** আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

❊**সালামের উওরঃ** ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

❊**খাবার খাওয়ার পুর্বে পড়ার দোয়াঃ** আল্লহুম্মা বারিক লানা ফীমা রাযাক্বাতানা ওয়াকিনা আযাবান নার

❊**আহারের পরে পড়ার দোয়াঃ** আলহামদু লিল্লাহিল লাযী আত আমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া যায়ালানা মিনাল মুসলিমীন

❊**পেশাব- পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে পড়ার দোয়াঃ** "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস"

❊**পেশাব-পায়খানা থেকে বের হয়ে পড়ার দোয়াঃ** "গুফরানাকা আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া-আ-ফা-নি"

❊**মদজিদে প্রবেশের দোয়াঃ** আল্লহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রহমাতিক

❊**মদজিদ থেকে বার হওয়ার দোয়াঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকা মিন ফাদলিক

❊ **ঘুমানোর দোয়াঃ** আল্লা-হুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া

❊ **ঘুম থেকে উঠে পড়ার দোয়াঃ** আলহামদু লিল্লাহিল্ লাযী আহ ইয়া-না বা;দামা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর

❀ তিন তসবিহঃ *(প্রত্যেকটা ১০০ বার করে পড়তে হবে)*

☛ সুবহানআল্লাহ আল হামদুলিল্লাহ্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার

☛ লা হাওলা অলাক্কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম

☛ **আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লিম তাসলীমা** / সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম *(যে কোনো দরুদ পড়া যাবে)*

☛ আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইউল কাইউম ওয়া আতূবু ইলাইহি / **রব্বিগ ফিরলী** (যেকোনো ১টা)

☞ সবথেকে হালকা এবং ওজনের পাল্লায় বেশি ভারি যিকির হলোঃ—

সুবহানল্লাহি ওয়া বিহামাদিহী সুবহানল্লাহিল আ-জীম

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয"

ইসলামের প্রথম রুকুন হলো কালেমা কালিমাই হলো ঈমানের স্বীকৃতি।

ঈমান প্রমানের জন্য প্রত্যেক মুসলিম বালেগ নারি পুরুষ কতিপয় বিষয় উত্তম রুপে জানা অত্যাবশ্যক। মুখে ইকরার বা স্বীকৃতি এবং অন্তরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। ঈমান না আনলে অনান্য আমল যেমন *নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত* কোনো কিছুই গ্রহন যোগ্য হবেনা। ঈমান সমন্ধে যে কয়টি কালিমাহ জানা জরুরী তা নীচে দেওয়া হলোঃ

১.কালেমায়ে তায়্যিবাঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদত যোগ্য কোনো মাবুদ নেই , মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসুল

২.কালেমায়ে শাহাদতঃ আশহাদু আললা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু

৩.কালেমায়ে তামজিদঃ (পবিত্র বাক্য)

সুবহানাল্লাহি ওয়াল-হামদুলিল্লাহি অলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওল্লাহুআকবার , *লা হাওলা ওলা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম*

৪.কালেমায়ে তাওহিদঃ (একত্ববাদের বাক্য)

লা -ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়ুহইঈ অয়ুমীতু বিয়াদিহিল খাইর ওহুয়া আলা কুল্লি শাঈয়ীন কদীর

.ঈমানে মুফাসসালঃ

আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসুলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খায়রিহী ওয়া শাররীহি মিনাল্লাহি তাআ'লা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত

নামাজ

সানাঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুক

তাআউযঃ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম

তাসমিয়াঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

কুরআন মাজীদের কতিপয় সূরা

সুরা ফাতিহাঃ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আর রহমানীর রাহীম, মালিকি ইয়্যাও মিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন, ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাক্বীম, সিরাত্বল লা-যীনা আন আ'মতা আ'লাইহিম, গইরিল মাগদুবি আ'লাইহিম ওয়ালাদ্বো-ল্লী-ন

সুরায়ে ফীলঃ আলাম তারা কাইফা ফা'লা রব্বুকা বি আশহা-বিলফীল, আ-লাম ইয়্যজা'ল কাইদাহুম ফী-তাদ্বলীল, ওয়া আরসালা আলাইহিম ত্বইরান আবাবীল, তারমীহিম বিহিজারাতিম মিন-সিজ জীল, ফাজাআলাহুম কা আস্ফিম মা'কূল

সুরা কুরাইশঃ লিয়ী-লা—ফি ক্কুরাইশ, য়ী-লা-ফিহিম রিহলাতাশ শিতায়ি ওয়া-সসাইফ, ফাল ইয়া'বুদু রব্বা হাযাল বাইত , আল্লাযী আত্ব আমাহুম মিন জুয়িওঁ ওয়া আমানাহুম মিন খাউফ

সুরায়ে কাওসারঃ ইন্না—আ'ত্বইনা কাল কাওসার , ফাসল্লি লিরব্বিকা ওয়ান হার, ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার

সুরায়ে ইখলাসঃ ক্কুলহুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সমাদ, লাম ইয়ালীদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ

সুরায়ে ফালাকঃ কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ক, মিন শাররি মা-খালাক, ওয়া মিন সাররি গা-সিক্কিন ইযা ওয়াক্কাব, ওয়া মিন শাররিন নাফফা-সা-তি ফিল উক্কাদ, ওয়ামিন শাররি হা-সিদিন ইযা হাসাদ

সুরায়ে নাসঃ ক্কুল আউযু বিরব্বিন নাস, মা-লিকিন নাস, ইলাহিন না-স, মিনশাররিল ওয়াসওয়া সিল খান্নাস, আল্লাজী ইউওয়াসবিসু ফী সুদুরিন্নাস, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস

তাশাহুদ বা আত্তাহিয়্যাতঃ আত্তাহিইয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্বায়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু

দরুদ শরীফঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ

আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা'আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ

দোওয়ায়ে মাসুরাঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগফিরুযযুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম

দোওয়ায়ে কুনুতঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নুমিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনি আলাইকাল খাইর, ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাও ওয়া নাতরুকু মাইঁইয়াফজুরুক ; আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাশআ ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়ানাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিলকুফফারি মুলহিক্ব

নামাজের ফরজ সমুহঃ *নামাজের ভিতরে ও বাইরে ১৩টি ফরজ*

নামাজের বাইরে ৬টি ফরজঃ **১.শরীর পাক ২.কাপড় পাক ৩.জায়গা পাক ৪.সতর ঢাকা ৫.কেবলা মুখী হওয়া ৬.ওয়াক্ত চেনা**

নামাজের ভিতরে ৬টি ফরজঃ **১.নিয়্যাত করা ২.তাকবীরে তাহরীমা পড়া ৩.ক্বিয়াম(দাড়ানো) ৪.ক্বেরাত পড়া ৫.রুকু করা ৭.সেজদা করা**

ওয়াক্ত	জামাতের আগে	জামাতে (ফরয)	জামাতের পরে	মোট
ফজর	২	২	০	৪
জোহর	৪*	৪	২*+২	১২
আসর	৪#	৪	০	৮
মাগরিব	০	৩	২*+২	৭
ঈশা	৪#	৪	২*+২+৩®+২	১৭
জুমআ	৪*	২	৪*+২+২	১৪

®-ওয়াজিব, *-সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, #-সুন্নাতে অমুয়াক্কাদা